# বীচ কার্ণিভাল গাইডলাইন, ২০২২
(সমুদ্রসৈকত ভিত্তিক উৎসব)

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**প্রস্তাবনা:**

বীচ কার্ণিভাল বা সমুদ্রসৈকত ভিত্তিক উৎসব আয়োজন সাংস্কৃতিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগোষ্ঠীর জীবনধারার পরিচিতি ও দুর্বার অগ্রযাত্রার মধ্যে নতুন মাত্রা যোগ করতে সহায়তা করে। এ সময় হাজার হাজার মানুষের সম্মিলন, শোভাযাত্রা, স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের জমকালো আয়োজনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগায় এবং মানুষের মধ্যে উদ্দীপনা জাগ্রত করে। দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমুদ্রসৈকত ভিত্তিক উৎসব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বিধায় সমুদ্রসৈকত ভিত্তিক উৎসব আয়োজন গাইডলাইন প্রণয়ন করা জরুরী। এ গাইডলাইন দেশে সুশৃঙ্খলভাবে সমুদ্রভিত্তিক উৎসব আয়োজন এবং অর্থবহ উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে।

**২. বীচ কার্ণিভাল সম্পর্কিত সংজ্ঞা:**

**কার্ণিভাল:** কার্ণিভাল হচ্ছে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের উৎসবমুখর আয়োজন যা সংগীত, নৃত্য, ভোজ, আনন্দোৎসব, তৃপ্তিসহকারে উপভোগ করার নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। একাধিক দিনব্যাপী আয়োজিত এ উৎসবে মানুষ নানা কার্যক্রম ও অনুষ্ঠান উপভোগ করে থাকে। সাধারণত সমুদ্রসৈকতের বালুকাময় এলাকায় বীচ কার্ণিভাল আয়োজন করা হয়ে থাকে।

**উৎসব:** উৎসব বলতে সাধারণত সামাজিক, ধর্মীয় এবং ঐতিহ্যগত প্রেক্ষাপটে পালিত আনন্দ অনুষ্ঠানকে বোঝায়। আমাদের দেশে প্রচলিত লোকায়িত উৎসবের মধ্যে রয়েছে পহেলা বৈশাখ, চৈত্র সংক্রান্তি, নবান্ন, পৌষ মেলা ইত্যাদি।

**কার্ণিভাল ক্যালেন্ডার:** একটি অর্থবছরে যে কার্ণিভাল অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে তার তালিকা। বাংলাদেশে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক একটি অর্থবছরে কয়টি কার্ণিভাল কোথায় আয়োজন করা হবে সে তালিকা হচ্ছে উক্ত অর্থবছরের কার্ণিভাল ক্যালেন্ডার। সাধারণত তা ০১ জুলাই থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত হয়ে থাকে।

**৩. বীচ কার্ণিভালের উদ্দেশ্য:**

বীচ কার্ণিভাল আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের পর্যটনকে প্রচার করা এবং একে সুদৃঢ় করা, বিশেষ করে কক্সবাজার এবং কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতে যে সম্ভাবনা ও সৌন্দর্য রয়েছে তা বিশ্ববাসীকে জানানো। বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ঐ অঞ্চলের ঐতিহ্যকে উপস্থাপন করে দেশি ও আন্তর্জাতিক পর্যটককে বীচ কার্ণিভালের মাধ্যমে আকৃষ্ট করা যায়। এর মাধ্যমে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা, আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং একটি অঞ্চলের পর্যটন আকর্ষণের মূল্যায়ন ও ব্র্যান্ডিংয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা বীচ কার্ণিভালের মূল উদ্দেশ্য।

**৪. বীচ কার্ণিভাল আয়োজনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো:**

(ক) আয়োজক: বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড।

(খ) কমিটিসমূহ: বীচ কার্ণিভাল আয়োজনের জন্য বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে আহবায়ক করে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের কর্মকর্তা, অংশীজন প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা। প্রয়োজনমত অন্যান্য উপকমিটিও গঠন করা যেমন: অর্থ উপকমিটি, অনুষ্ঠান উপকমিটি, প্রচার উপকমিটি, জনসংযোগ উপকমিটি ইত্যাদি।

(গ) Frequency: বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক বছরে একবার একটি কক্সবাজার ও একটি কুয়াকাটায় বীচ কার্ণিভালের আয়োজন করা।

(ঘ) সময়সীমা: কার্ণিভালের সময়সীমা ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে সীমিত রাখা।
(ঙ) অংশগ্রহণকারী: জাতীয় পর্যটন সংস্থা বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, সরকারি ও বেসরকারি সংগঠন ও সংস্থাসমূহ, এনজিওসমূহ এবং অন্যান্য সংগঠনের অংশগ্রহণে বীচ কার্ণিভাল আয়োজন করা।
(চ) ভিজিটর: অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক পর্যটকগণ এতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।
(ছ) ভেন্যু: কক্সবাজার এবং কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতে বীচ কার্ণিভাল আয়োজনের ভেন্যু নির্বাচন করা যায়। অন্যান্য সমুদ্রসৈকতেও বীচ কার্ণিভাল করা যায়।
(জ) অর্থায়ন: বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কার্ণিভাল আয়োজনের জন্য অর্থায়ন করবে। অংশগ্রহণকারীদের রেজিস্ট্রেশন ফি, মিডিয়া পার্টনারদের স্পন্সরশীপ, শিল্প ও বাণিজ্য এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন ইত্যাদি থেকেও অর্থায়ন হতে পারে।

**৫. বীচ কার্ণিভাল আয়োজনের স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি):**

(ক) বীচ কার্ণিভাল আয়োজনের একটি পরিবেশ সুরক্ষা পরিকল্পনা থাকা আবশ্যক। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পানি ও বিদ্যুৎ ব্যবহার এবং যথাসম্ভব পরিবেশ বান্ধব দ্রব্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
(খ) বীচ কার্ণিভালের জন্য নির্ধারিত এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রক্ষা করা এবং তাকে আরো সমৃদ্ধ করা।
(গ) সমুদ্রসৈকতের নিকটবর্তী সামুদ্রিক এবং জলজপ্রাণীর আবাস যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সে বিষয়টিতে নজর দিতে হবে।
(ঘ) যে সকল অবকাঠামো দূষণ সৃষ্টি করে এবং নান্দনিক মানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, সেই সকল অবকাঠামো তৈরি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
(ঙ) টেকসই মানের পরিবহণ ব্যবস্থা বীচ এলাকায় চালু করতে হবে।
(চ) বীচ এবং এর আশেপাশের এলাকার জন্য আচরণবিধি তৈরি করা, যার মাধ্যমে বীচ সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে।
(ছ) স্থানীয় ইকো সিস্টেম এবং পরিবেশ সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রদর্শন করতে হবে।
(জ) বীচ কার্ণিভালে মদ্যপান না করার জন্য কঠিন বিধিনিষেধ আরোপ করতে হবে।

**৬. বীচ কার্ণিভাল আয়োজনের সুফল:**

(ক) স্থানীয় কমিউনিটি সম্পর্কে সুদৃঢ় ধারণা তৈরি করে এবং স্থানীয়ভাবে অহংকার করার মত যে সকল বিষয় রয়েছে সেগুলো এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের উৎকর্ষ সাধন করে।
(খ) স্থানীয় সংস্কৃতি এবং জীবনধারা সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা প্রদান করে এবং তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রেরণা জাগায়।
(গ) বাংলাদেশের বৈচিত্রময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্প্রসারণ এবং উৎসব উদযাপনের বিভিন্ন সুযোগ তৈরি করে এবং জনগণকে এর সাথে সম্পৃক্ত করে।
(ঘ) কমিউনিটির কল্যাণে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও অবদান রাখার সুযোগ সৃষ্টি করে।
(ঙ) বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি আয়োজনের এবং বিভিন্ন দিবস উদযাপনের জন্য ব্যবহৃত জায়গাগুলো ব্যবহার এবং উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করে।
(চ) বিভিন্ন দাতব্য কাজ, তহবিল সংগ্রহ এবং প্রচারণামূলক কার্যক্রমের কৌশল ও পদ্ধতি তৈরি করে।
(ছ) যে শহরে কার্ণিভাল অনুষ্ঠিত হয় সে শহরের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট এবং বিশেষ পরিচিতি উপস্থাপনের জন্য পর্যটন ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সহায়তা করে।

(জ) উল্লেখযোগ্য উপলক্ষগুলোকে স্বীকৃতি দেয়া, স্মরণ করা এবং উদযাপন করার সুযোগ সৃষ্টি করে।

### ৭. বীচ কার্ণিভাল আয়োজনের গাইডলাইন

(ক) বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড বীচ কার্ণিভাল আয়োজনের কমপক্ষে ছয়মাস আগে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।
(খ) বীচ কার্ণিভাল আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কি অর্জন করতে চায় তা অবশ্যই নির্ধারণ করবে।
(গ) টেলিভিশন, পত্রিকাসহ বিভিন্ন মিডিয়ায় বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কার্ণিভাল আয়োজনের খবরাখবর প্রচারের মাধ্যমে কার্ণিভাল প্রমোট করবে।
(ঘ) বীচ কার্ণিভালের খবর ও অন্যান্য সংশ্লিস্ট তথ্যাদি দ্বারা বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এর ওয়েবসাইট হালনাগাদ করবে।
(ঙ) বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ট্রাভেল ও ট্যুর অপারেটর এসোসিয়েশন, আন্তর্জাতিক ট্যুর অপারেটর এজেন্সী, ট্যুরিজম ইনস্টিটিউটসহ সম্ভাবনাময় আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণকারী এবং বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশি দূতাবাসসমূহকে কার্ণিভাল আয়োজন সম্পর্কে অবহিত করবে এবং অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানাবে।
(চ) বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহকে বীচ কার্ণিভালের খবর এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করবে, যাতে তারা সম্ভাবনাময় অংশগ্রহণকারীকে বীচ কার্ণিভালে অংশগ্রহণের জন্য অবহিত ও উদ্বুদ্ধ করতে পারেন।

### ৭.১. বীচ কার্ণিভালের অনুষ্ঠান পরিকল্পনা

(ক) বীচ কার্ণিভাল শুরু হবে জাকজমকপূর্ণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও উদ্বোধনী র‍্যালীর মাধ্যমে।
(খ) বীচ কার্ণিভাল সংস্কৃতিক ও প্রচলিত অনুষ্ঠানাদি যেমন- পুতুলনাচ, বায়োস্কোপ, লেজার শো, ফায়ার ওয়ার্কস, ফানুস, ক্যাম্পফায়ার, ঘুড়ি উড়ানো এবং লাইভ খাবার তৈরি ইত্যাদি উপস্থাপনে সহায়ক হবে।
(গ) বীচ কার্ণিভাল আয়োজনে ট্রাভেল ট্যুরিজম বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন ধরণের খেলাধূলা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।
(ঘ) কার্ণিভালকে অধিকতর আকর্ষণীয় করার জন্য এতে খাবার উৎসব এবং গান, নৃত্য, যাদু প্রদর্শন, কুইজ ও নাটক ইত্যাদি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রাখা যেতে পারে।
(ঙ) খেলাধূলার সুবিধাসহ শিশুদের জন্য পৃথক জোন রাখা। কার্ণিভাল আয়োজক কর্তৃপক্ষ অন্যান্য ইভেন্ট ও রাখতে পারেন, যা শিশুদের আনন্দের খোরাক হবে।
(চ) নৃ-জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক কার্যাবলী যেমন নাচ, গান ও নাটক ইত্যাদি প্রদর্শনের মাধ্যমে পর্যটকদের কার্ণিভালে আকৃষ্ট করা যায়।

### ৭.২. কার্ণিভাল আয়োজনের গুরুত্বপূর্ন পদক্ষেপসমূহ

কার্যকরভাবে কার্ণিভাল আয়োজন করার জন্য বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডকে কার্যকরভাবে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে:
(ক) কার্ণিভাল ক্যালেন্ডার তৈরি করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বীচ কার্ণিভাল ক্যালেন্ডার স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে তা অবহিত করা হবে।
(খ) কার্ণিভাল ক্যালেন্ডার অনুযায়ী কার্ণিভাল আয়োজনের জন্য বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড একটি বাজেট প্রণয়ন ও বরাদ্দ নির্ধারণ করবে।

(গ) যথাযথভাবে কার্ণিভাল আয়োজনের জন্য বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, ট্যুরিজম সংশ্লিষ্ট সকল এসোসিয়েশন, স্থানীয় কমিউনিটি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংগঠন, এসোসিয়েশন ও দপ্তরকে সম্পৃক্ত করবে।

(ঘ) বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড জেলা প্রশাসন এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ও অন্যান্যদের নিয়ে প্রস্তুতি সভা করে বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ ও পরিকল্পনা করবে।

(ঙ) উৎসবের আর্থিক ও সামাজিক সুবিধা যাতে স্থানীয় মানুষ ভোগ করতে পারে এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হয় সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, সংগঠন, প্রতিষ্ঠানসমূহকে কার্ণিভালের বিভিন্ন ইভেন্ট আয়োজন সম্পৃক্ত করবে।

(চ) কার্ণিভাল অনুষ্ঠানের পর্যাপ্ত সময় পূর্বেই কার্ণিভালের ব্যানার, পোস্টার, প্রকাশনা ইত্যাদি তৈরি, মূদ্রণ ও প্রকাশ নিশ্চিত করা।

(ছ) প্রেস রিলিজ ইত্যাদি বিতরণসহ প্রচার ক্যাম্পেইন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

(জ) কার্ণিভাল ওয়েবসাইট, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের ওয়েবসাইট এবং গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা চালানো।

(ঝ) বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক কার্ণিভাল উপলক্ষে রোডসাইটে পর্যটন ও কার্ণিভাল ব্র্যান্ডিং করা।

(ঞ) ফটো, ভিডিও, সর্টফিল্ম ইত্যাদির মাধ্যমে ডকুমেন্টেশন করা।

(ট) কার্ণিভাল চলাকালে পর্যটকদের বিনোদনের জন্য হোটেল, রেস্টুরেন্ট, ক্রুজশিপ কর্তৃপক্ষ বিশেষ ছাড় ও প্যাকেজ ঘোষণা করতে পারে।

(ঠ) কার্ণিভাল সমাপ্ত হওয়ার পর কার্ণিভাল আয়োজন কার্যক্রম মূল্যায়ন করা।

(ড) সকল ইভেন্ট সমাপ্ত হওয়ার পর একটি সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।

### ৭.৩. প্রচার এবং যোগাযোগ উপকরণ

একটি কার্যকর প্রচারণামূলক ক্যাম্পেইন কার্ণিভালের আবেদন বহুগুণে বাড়িয়ে দিতে পারে। নিম্নবর্ণিত প্রচার ও যোগাযোগ উপকরণ প্রস্তুতের জন্য একটি দক্ষ ও অভিজ্ঞ গ্রাফিক ডিজাইন প্রস্তুতকারী ও বিপণন এজেন্সী প্রয়োজন হবে, যে এজেন্সী বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডকে এ কাজে সহযোগিতা করতে পারে। নিয়মানুগভাবে উক্ত কোম্পানী বা এজেন্সী নিয়োগ করতে হবে। প্রচার কাজের জন্য যা প্রয়োজন হবে:

(ক) বীচ কার্ণিভালের একটি আকর্ষণীয় নাম;

(খ) লোগো;

(গ) শ্লোগান;

(ঘ) আমন্ত্রণপত্র;

(ঙ) দেখারমতো একটি পরিচিতি;

(চ) কার্ণিভাল ব্রশিউর;

(ছ) কার্ণিভাল ফ্লায়ার;

(জ) কর্মসূচি;

(ঝ) বীচ কার্ণিভাল গাইড (এতে থাকবে হোটেল-মোটেল, রেস্টুরেন্ট, সপিংসুবিধা, দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং অনুসরণীয় নির্দেশাবলী ইত্যাদি;

(ঞ) ম্যাগাজিন ও বিজ্ঞাপন;

(ট) পোস্টার;

(ঠ) ব্যানার;
(ড) অনুষ্ঠান পূর্ব সাংবাদিক সম্মেলন ও প্রেস রিলিজ;
(ণ) স্টিকার;
(ত) ব্যাজ;
(থ) সরাসরি বিপণনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণকারীর নিকট প্রমোশনার মেসেজ প্রেরণ;
(দ) কার্ণিভালের ওয়েবসাইট তৈরি ও প্রচার;
(ধ) সকল অনুষ্ঠানাদির তথ্যসহ ক্যাটালগ প্রস্তুত;
(ন) উৎসবের ইউনিফরম;
(প) ফেস্টুন;
(ফ) কাটআউট স্ট্যান্ড;
(ব) কার্ণিভাল গেইট;
(ভ) বীচ পতাকা;
(ম) বেলুন;
(য) র‍্যালী ব্যানার;
(র) টি-শার্ট;
(ল) ক্যাপ;
(শ) ক্যারাভান ইত্যাদি।

**৭.৪. ভাড়ায় সংগ্রহযোগ্য মালামাল**

কিছু জিনিস আছে যেগুলো প্রয়োজন হবে কিন্তু স্থায়ীভাবে ক্রয় করার প্রয়োজন হবে না, ভাড়া করে ব্যবহার করা যাবে। এমন দ্রব্য ও সেবার তালিকা, যা বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড তৃতীয় পক্ষের নিকট থেকে আউটসোর্সিং করতে পারে। সরকারি ক্রয় নীতিমালা অনুসরণ করে এগুলো সংগ্রহ করতে হবে। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড নিম্নবর্ণিত মূল স্থাপনা এবং সেবা ক্রয় করবে:

(ক) স্থানান্তরযোগ্য এবং সহজে ছোটবড় করা যায় এমন বুথ তৈরি করা;
(খ) কার্পেট;
(গ) মূলবুথ অনুযায়ী আসবাবপত্র ও আনুসঙ্গিক উপকরণ;
(ঘ) আলোক সজ্জা;
(ঙ) বৈদ্যুতিক উপকরণ (প্রয়োজন অনুসারে);
(চ) বুথ ও বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা স্থাপনকারী কর্মী;
(ছ) রেজিস্ট্রেশন ও তথ্যপ্রদান ডেস্ক স্থাপন;
(জ) স্ট্যান্ড প্যানেল;
(ঝ) সাইনবোর্ড;
(ঞ) পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করণ;
(ট) নিরাপত্তা;
(ঠ) টিভি, ডিভিডি, মালটিমিডিয়া, বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র;
(ড) মালামাল আনা-নেয়া ও উত্তোলন পরিষবা;
(ঢ) কপি-খাবার সরবরাহের জন্য ক্যাটারিং পরিষেবা;

(ণ) ইনফরমেশন বুথ নির্মাণ ও পরিচালনা;
(ত) ফটোবুথ নির্মাণ;
(থ) স্টেইজ নির্মাণ;
(দ) এক্সিভিশন বুথ নির্মাণ।

### ৭.৫. মিডিয়া অন্তর্ভুক্তি

(ক) বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড বীচ কার্ণিভালের পর্যাপ্ত মিডিয়া কভারেজ এর উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এজন্য বীচ কার্ণিভালের মিডিয়া পার্টনার গ্রহণ করা যেতে পারে।
(খ) বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড বীচ কার্ণিভাল আয়োজন সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের জন্য সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করবে।

### ৭.৬. পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক বীচ কার্ণিভাল এবং অনুষ্ঠানাদিতে প্রদত্ত ও সরবরাহকৃত সকল বিষয় পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন হওয়া আবশ্যক। বীচ কার্ণিভাল আয়োজনের যে লক্ষ্য নির্ধারিত ছিল তার বিপরীতে অর্থনৈতিক সামাজিক ও পরিবেশগত সুবিধা কতটা অর্জিত হয়েছে তা মূল্যায়ন করা। কমিউনিটি সার্ভের মাধ্যমে কার্ণিভাল আয়োজন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মতামত গ্রহণ করা। পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে পরবর্তী বছরের কর্মসূচি গ্রহণ করা।